স্বাগতম

Strategic Action Plan (SAP)

বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনামূলক রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি

ক্রম	মাসের নাম	২০১৬-১৭ অর্থবছরের আদায়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের আদায়	বিগত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি		লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রবৃদ্ধি	
					পার্থক্য	প্রবৃদ্ধি (%)	পার্থক্য	প্রবৃদ্ধি (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১	জুলাই	১৯৯৭·৭০	২৩৯৭·২৪	২২৩৫·৯২	২৩৮·২২	১১·৯২%	-১৬১·৩২	-৬·৭৩%
২	আগস্ট	২৭৯৪·৮০	৩৪৯৩·৫০	৩২৭৬·৬১	৪৮১·৮১	১৭·২৪%	-২১৬·৮৯	-৬·২১%
৩	সেপ্টেম্বর	৩০৯৮·৯৫	৪০২৮·৬৫	৪০৩১·৬৮	৯৩২·৭৩	৩০·১০%	৩·০৩	০·০৮%
৪	অক্টোবর	৩০৬৮·২০	৪২৬০·১০	৩৪২৪·৬২	২৫৬·৪২	১১·৬২%	-৮৩৫·৪৮	-১৯·৬১%
৫	**নভেম্বর**	**২৯০৭·৪০**	**৪০৩৬·৮৪**	**৩২৯৫·৯১**	**৩৮৮·৫১**	**১৩·৩৬**	**-৭৪০·৯৩**	**-১৮·৩৫**
মোট (নভেম্বর পর্যন্ত)		১৩৮৬৭·০৫	১৮২১৬·৩৩	১৬২৬৪·৭৪	২৩৯৭·৬৮	১৭·২৯%	-১৯৫১·৫৯	-১০·৭১%

গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের প্রবৃদ্ধি ও সফলতা

অংকসমূহ কোটি টাকায়

ক্রম.	খাতের নাম	আদায়কৃত রাজস্ব		প্রবৃদ্ধি
		নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত	নভেম্বর/১৭ পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	সিগারেট খাত	৬২১৭.৭৩	৭০৬৪.৮৭	১৩.৬২%
২	মোবাইল খাত	১৬৫৩.৫৪	১৯৯৬.৭২	২০.৭৫%
৩	হোটেল খাত	২৬.৮৩	৩৮.৯৬	৪৫.২১%
৪	সিমেন্ট খাত	৯১.৪৫	১০৮.০৩	১৮.১২%
৫	ওষুধ খাত	৬৬১.৩৬	৮১৮.০১	২৩.৬৯%
৬	ইন্সুরেন্স খাত	৭৩.৪২	৮৫.৪১	১৬.৩৩%
৭	পেপার খাত	১৯.৯২	২২.৪১	১২.৫১%
৮	সিরামিক টাইলস্	৭৯.৫৪	১১৩.৫৩	৪২.৭৩%
৯	আবগারী শুল্ক	৪২.৪৩	৪৪.১৩	৩.৯৯%

২০১৭-১৮ অর্থবছরে নভেম্বর'১৭ পর্যন্ত সিগারেট খাতের প্রকৃত প্র

২০১৭-১৮ অর্থবছরের SAP (পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল) এর গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন

গোয়েন্দা কার্যক্রম ও দাখিলপত্র পরীক্ষা :

- গোয়েন্দা কার্যক্রম ও দাখিলপত্র পরীক্ষা করে **১৯২০.৭১** কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করা হয়ছে।
- ইতোমধ্যে **৪৬.০৮** কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।
- প্রাথমিক পরীক্ষাঃ দাখিলপত্রের সাথে দাখিলকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি করমেয়াদের শতভাগ দাখিলপত্রের প্রাথমিক পরীক্ষা ও যাচাই নিশ্চিত করা (এ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী);

মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি :

মূসক প্রদানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া, ফেইসবুক, ইমেইল ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সিটিজেন চার্টার প্রস্তুতপূর্বক বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট কমিশনারেটের ওয়েবসাইট www.ltuvat.gov.bd এ আপলোড করা হয়েছে।

অফিস পরিদর্শন :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট দপ্তর ৬টি বিভাগ এর সমন্বয়ে গঠিত। এ দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত কমিশনার নিয়মিত বিভাগগুলো পরিদর্শন করেন। এ দপ্তরের শাখাসমূহের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং করেন। এছাড়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাঁর অধীনস্থ বিভাগ/সার্কেল/শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করেন।

বার্ষিক বাজেট এর ব্যবহার :

বার্ষিক বাজেটে প্রাপ্ত বরাদ্দের সর্বোত্তম আইনানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের SAP কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ : এ দপ্তরের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ও Innovation Team এর সভাপতি হিসেবে অতিরিক্ত কমিশনার জনাব মো: কামরুজ্জামান; তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য প্রদানের জন্য ও ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের পুনঃ নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য অতিরিক্ত কমিশনার জনাব মো: কামরুজ্জামান; আইসিটি/ই-গভর্নেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সহকারী প্রোগ্রামার জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান সরকার কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন : ICT এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। সদর দপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর এবং সার্কেল অফিসে ই-মেইল খোলা হয়েছে, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট দপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইট এবং Facebook Account খোলা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট হতে ইউনিকোডের ফন্ট এবং নিকস কনর্ভাটার আপলোড করে এ কমিশনারেটের সকল দপ্তরে (সদর দপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর ও সার্কেল অফিস) সরবরাহ করা হয়েছে এবং সকল প্রকার পত্রে নিকস ফন্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন : তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য এ দপ্তরের Designated Officer (DO) হিসাবে সহকারী প্রোগ্রামার জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান সরকারকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট দপ্তরের ওয়েবসাইটে ও ফেইসবুক পেজে নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হয়।

রাজস্ব পরিসংখ্যানে স্বচ্ছতা আনয়ন : বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট দপ্তরের কোডে (১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১, ১/১১৩৩/০০০৬/০৭১১ ও ১/১১৩৩/০০০৬/০৭২১) জমাকৃত অর্থ রাজস্ব পরিসংখ্যানে প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং প্রাপ্ত রাজস্বের ট্রেজারী চালানের কপি নিয়মিত ভাবে অনলাইনে যাচাই করা হচ্ছে।

ইন্টেলিজেন্স ওয়ার্কের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় :

- অপরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ গ্রামীনফোন লি: হতে ১৫.৫৩ কোটি টাকা ও বাংলালিংক হতে ৬.৪৬ কোটি টাকা আদায়।

- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আকষ্মিক পরিদর্শন করে প্রিমিয়ার ব্যাংক লি: এর ভ্যাট ও উৎসে মূসক বাবদ ২০.১০ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটনপূর্বক ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করে উক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে।

গোয়েন্দা ও তদন্ত শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	জড়িত রাজস্ব (কোটি)	আদায় (কোটি)	মন্তব্য
১	বিটিসিএল	মূসক ও উৎসে মূসক বাবদ ৩৭৯.৩২ কোটি টাকা ফাঁকি উদঘাটন।	**৩৭৯.৩২**	-	৫৫(১) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করা হয়েছে।
২	গ্রামীনফোন লি:	৭.২৫ কোটি টাকা মূসক ফাঁকি উদঘাটন।	**৭.২৫**	-	৫৫(১) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করা হয়েছে।
৩	রবি আজিয়াটা লি:	৭.৫৮ কোটি টাকার মূসক ফাঁকি উদঘাটন।	**৭.৫৮**	-	৫৫(১) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করা হয়েছে।
৪	বাংলালিংক	৮.৩৫ কোটি টাকার মূসক ফাঁকি উদঘাটন।	**৮.৩৫**		৫৫(১) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করা হয়েছে।
৫	নিউজিল্যান্ড ডেইরী প্রো: লি:	৫ কোটি টাকার বিধি বর্হিভুত রেয়াত ও ৪০ লক্ষ টাকা মূসক ফাঁকি উদঘাটন উদঘাটন।	**৫.০০**		৫৫(১) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করা হয়েছে।
৬	মীর কনক্রিট প্রোডাক্টস্ লি:	মূসক বিবন্ধন ব্যতীরেকে পণ্য উৎপাদন ও মূসক-১১ চালান ব্যতীত পণ্য সরবরাহ করে ভ্যাট ফাঁকি	**০.১১**	**০.০৬**	
৭	গ্লোবাল হেভী	প্রতিষ্ঠানটির জব্দকৃত দলিলাদি যাচাই করে	**০.০৮**	**০.০৮**	

গোয়েন্দা ও তদন্ত শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	জড়িত রাজস্ব (কোটি)	আদায় (কোটি)	মন্তব্য
৯	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	ধারা ২৬ এর প্রদত্ব ক্ষমতাবলে গত ০৩/১০/২০১৭ খ্রি: পরিদর্শনকালে আগষ্ট'১৭ মাসে ভ্যাট ও উৎসে মূসক পরিশোধ না করায় তা আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের	২০.১০	২০.১০	আদায় করা হয়েছে।
১০	মদিনা সিমেন্ট লি:	ব্যাংক হিসাব বিবরণী যাচাই	১.৩২	১.৩২	সুদ বাবদ ৬৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে
১১	এমআই সিমেন্ট লি:	প্রতিষ্ঠানটির জব্দকৃত দলিলাদি যাচাই করে রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন।	১.১৯	১.১৯	৫৫(১) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করা হয়েছে।
১২	এএসটি বেভারেজ লি:	প্রতিষ্ঠানটির জব্দকৃত দলিলাদি যাচাই করে রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন।	১.৩৪	১.৩৪	৫৫(১) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করা হয়েছে।
১৩	চায়না বাংলা সিরামিক	বাণিজ্যিক দলিলাদি পরীক্ষা করে মূসক ফাঁকি উদঘাটন	৬১.৯৬	-	মামলা দায়ের করা হয়েছে।
সর্বমোট			**৫০০.৪৯**	**২৪.০৯**	

নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার

অংকসমূহ কোটি টাকায়

ক্রম	বিভাগের নাম	নভেম্বর/১৬ পর্যন্ত আদায়	নভেম্বর/১৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা	নভেম্বর/১৭ পর্যন্ত আদায়	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রবৃদ্ধি	গত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বিভাগ-১	১৮১০.১১	২২১৪.৫০	২১৪৮.৬৬	-২.৯৭%	১৮.৭০%
২	বিভাগ-২	৫৭৯.২৩	৭০২.৮১	৬৪৭.৯৯	-৭.৮০%	১১.৮৭%
৩	বিভাগ-৩	৩৫৮৬.৯৯	৫৩৮২.১৪	৪৪৪৬.৯৯	-১৭.৩৭%	২৩.৯৮%
৪	বিভাগ-৪	৬৬৫৯.০২	৮৩৭৮.৯৫	৭৫৮১.৬৯	-৯.৫২%	১৩.৮৬%
৫	বিভাগ-৫	৯২০.৯১	১১৭৩.৭৫	১০৫৯.৯৩	-৯.৭০%	১৫.১০%
৬	বিভাগ-৬	৩১০.৭৯	৩৬৪.১৭	৩৭৯.৪৮	৪.২০%	২২.১০%
এলটিইউ, ভ্যাট		১৩৮৬৭.০৫	১৮২১৬.৩২	১৬২৬৪.৭৪	-১০.৭১%	১৭.২৯%

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- SDG (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়ন এর জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ করা।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে পদায়ন।
- করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- উত্তম চর্চাসমূহ (Best Practice) পরিপালন করা এবং GG&MM পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- তথ্য প্রযুক্তি (ICT) সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চতকরণ।
- অনলাইন/অটোমেশন কার্যক্রম জোরদার করা।
- ADR (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ।
- রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটনের লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আকস্মিক পরিদর্শন এবং রাজস্ব বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন।
- উদ্বুদ্ধকরণ ও দলগতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা এবং করদাতাগণের সাথে অধিক যোগাযোগ ও মতবিনিময়।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) এর অগ্রগতি প্রতিবেদন

বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট দপ্তরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি জন্য-

- মোট আবেদন ৯টি;
- জড়িত রাজস্ব ১৩.৪৭ কোটি টাকা;
- এডিআর এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিস্পত্তি হয়েছে ৫টি মামলা;
- **আদায় হয়েছে ৭.১৩ কোটি টাকা।**

দাখিলপত্র পরীক্ষা ও বার্ষিক প্রতিবেদন যাচাই

দাখিলপত্র পরীক্ষা :
দাখিলপত্র পরীক্ষা করে ইতোমধ্যে ৯৫.৪৫ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন যাচাই তথ্য :
বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন যাচাই করে ৬৭৮.৭২ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করা হয়েছে।

মামলাসমূহ নিষ্পত্তি :

আপীলাত ট্রাইব্যুনাল :
আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ১১০৪ কোটি টাকার ২টি মামলা এ দপ্তর থেকে দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করায় ইতোমধ্যে শুনানী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। অনতিবিলম্বে সরকার পক্ষে রায় পাওয়া যাবে।

হাইকোর্ট বিভাগ :
হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ১০টি মামলা (জড়িত রাজস্ব ২৩৮৪.৯৮ কোটি) দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য এ দপ্তর থেকে দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ করা হয়েছে, পেপারবুক তৈরি করা হয়েছে, বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল এর সাথে সাক্ষাত করা হয়েছে এবং কজলিস্টে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। অনতি বিলম্বে উক্ত মামলা নিষ্পত্তি হবে মর্মে আশা করা যায়।

মামলা সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

- প্রিমিয়ার ব্যাংক লি: এর স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার উপর মূসক বাবদ ৬২ কোটি টাকার মামলা দায়ের করা হলে প্রতিষ্ঠান হাইকোর্ট বিভাগ থেকে স্থগিতাদেশ পায়। অত:পর এ দপ্তর হতে প্রথমে CMP ও পরে CP দায়ের করা হলে মাননীয় আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রুল ডিসচার্জ করে দেয়। এ অবস্থায়, উক্ত রাজস্ব এ অর্থবছরে আদায় করা সম্ভব হবে। জানুয়ারি, ১৬ হতে জুন, ১৭ সময়ের স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার বিপরীতে প্রদেয় মূসক প্রদান না করায় আরও প্রায় ১৬ কোটি টাকার মামলা দায়েরপূর্বক চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
- এছাড়াও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬ এর প্রদত্ব ক্ষমতাবলে গত ০৩/১০/২০১৭ খ্রি: তারিখে দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আগস্ট, ২০১৭ মাসের Consolidated Affairs সংগ্রহ করা হয় ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, VAT Deductet from Banking Service এবং VAT Deductet at Sources এ মোট ২২,৯৩,৬৬,০৮০.০৫ টাকা প্রদেয় হয়েছে। অপরদিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আগস্ট, ২০১৭ মাসের দাখিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ভ্যাট ও উৎসে মূসক বাবদ ২,৮৩,২৪,৮৬৫.০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে বিধায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০,১০,৪১,২১৫.০৫ রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছিল, যা মূসক আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬ এর উপধারা ৪ এর বিধান বলে ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করে উক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে।
- ৫টি হোটেলের উপর মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ ৫৩.৬৪ কোটি টাকার মামলার বিপরীতে মাননীয় আপীল বিভাগ ১২ জুলাই,২০১৭ খ্রি: তারিখ সরকার পক্ষে রায় প্রদান করেছে। উক্ত রাজস্ব পরিশোধের জন্য প্রতিষ্ঠানকে পত্র দেয়া হয়েছে। অনতিবিলম্বে উক্ত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে।
- মোবাইল ফোন অপারেটরদের সিম রিপ্লেসমেন্ট সংক্রান্ত ২০০০.৯৮ কোটি টাকার মামলা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ২২ জুন ২০১৭ খ্রি: তারিখ সরকার পক্ষে রায় প্রদান করেছে। অত:পর প্রতিষ্ঠান মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের Appeal Jurisdiction এ ভ্যাট আপীল দায়ের করে। ক্যাভিয়েট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দফাওয়ারি জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিজ্ঞ অ্যাটর্ণী জেনারেল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে এ অর্থবছরে উক্ত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে।

মামলা সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

- মোবাইল ফে পর্যন্ত সময়ে গ্রামীন ফোন লি: ৩৭৮.৯৫ কোটি, রবি ২৮৫.২০, বাংলালিংক ১৬৮.৯৭ কোটি ও এয়ারটেল বিডি লি: এর বিরুদ্ধে ৫০.২৬ কোটি টাকা মোট ৮৮৩ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির মামলা দায়ের করে ৫৫(৩) জারি করা হয়েছে। যেহেতু একই বিষয়ে ইতোমধ্যে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল সরকার পক্ষে রায় প্রদান করেছে সেহেতু এ মামলাগুলিও দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে এ অর্থবছরে উক্ত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে।
- স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার উপর মূসক বাবদ ৮৩.০৪ কোটি টাকার মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত দাবিনামার বিপরীতে হাইকোর্ট বিভাগ Stay দিলে C.P দায়ের করা হয় এবং আপীল বিভাগ সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করে। অত:পর প্রতিষ্ঠান মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের Appeal Jurisdiction এ ভ্যাট আপীল দায়ের করে। ক্যাভিয়েট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দফাওয়ারি জবাবও প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিজ্ঞ অ্যাটর্ণী জেনারেল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে এ অর্থবছরে উক্ত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে।
- সিমট্যাক্সের রাজস্ব নির্ধারিত সময়ে মোবাইল অপারেটরগুলো জমা প্রদান না করায় গ্রামীন ফোনের বিপরীতে ৪৫২.৫৩ কোটি টাকা, বাংলালিংক এর বিপরীতে ২২৮.৪২ কোটি টাকা, রবি আজিয়াটার বিপরীতে ২২৬ কোটি টাকা এবং সিটিসেল এর বিপরীতে ৬৮ কোটি টাকা দাবিনামা জারি করা হয়। এখানে গ্রমীনফোন ও বাংলালিংক ফোন প্রতিষ্ঠান দুটি দাবিনামার বিপরীতে হাইকোর্ট থেকে Stay Order পায়। অতঃপর এ দপ্তর থেকে C.P দায়ের করলে আপীল বিভাগ সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করে। উক্ত আপীল দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ জানালে ট্রাইব্যুনাল দ্রুত শুনানী সম্পন্ন করে। অনতিবিলম্বে সরকার পক্ষে রায় পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত রাজস্ব আদায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রবি আজিয়াটা লি: হাইকোর্টে রীট দায়ের করেছে। এ বিষয়ে আপীল বিভাগের রায়ের আলোকে হাইকোর্ট থেকে দ্রুত সরকারের পক্ষে রায় আদেশের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করা যায় অনতিবিলম্বে উক্ত রাজস্ব আদায় হবে।
- টেলিটক এর 3G লাইসেন্সের উপর প্রযোজ্য মূসক পরিশোধ না করায় বিটিআরসির বিরুদ্ধে ৭৯.২৫ কোটি টাকার মূসক ফাঁকির মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে। এ অর্থবছরে উক্ত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে।

মামলা সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

- মোবাইল কোম্পানীগুলোর স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার ওপর ৬০ কোটি টাকার প্রাথমিক দাবিনামা জারি করা হলে টেলিটক বাংলাদেশ লি: এর নিকট দাবিকৃত রাজস্ব পরিশোধ করেছে। পরবর্তী কার্যক্রম হিসাবে বাংলালিংক ও গ্রামীন ফোন লি: এর দাবিনামা গত ০৬.০৬.২০১৭ খ্রি: তারিখে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং রবি আজিয়াটা লি: ও এয়ারটেল বাংলাদেশ লি: এর চূড়ান্ত দাবিনামা ১১.০৭.২০১৭ খ্রি: তারিখে জারি করা হয়েছে। স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার পরবর্তী সময়ের মূসক বাবদ ৬০ কোটি টাকা এ অর্থবছরে আদায় করা সম্ভব হবে। একই বিষয়ে আরো ৩২ কোটি টাকার দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
- মোবাইল ফোন অপারেটরদের ৪২৬.২৪ কোটি টাকার বিধিবহির্ভুতভাবে রেয়াত বাতিলের চূড়ান্ত আদেশ দেয়া হলে প্রতিষ্ঠানগুলি আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করে। উক্ত মেরিট সম্পন্ন মামলাগুলি নিষ্পত্তির মাধ্যমে এ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে।
- মীর সিমেন্ট লি: এর বিপরীতে ৪.৬০ কেটি টাকার মামলার বিষয়ে মাননীয় আপীল বিভাগ সরকার পক্ষে রায় দিয়েছে। উক্ত রাজস্ব অনতিবিলম্বে আদায় হবে।
- রেনাটা লি: ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লি: এর নিকট থেকে এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১.০৪ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	জড়িত রাজস্ব (কোটিতে)	মন্তব্য
১	ওয়াসা	১৭৬.০০	চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
২	বিটিআরসি	৯১.০৫	চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
৩	টেলিটক	৭৯.২৫	চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
৪	বিটিসিএল	৮২.২৭	প্রাথমিক দাবিনামা জারি করা হয়েছে
৫	বিটিআরসি	১৬১.৫৩	প্রাথমিক দাবিনামা জারি করা হয়েছে
৬	চায়না বাংলা সিরামিক লি:	১৮.৭৬	চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে
৭	মীর সিমেন্ট	৪.৬৪	চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
৮	গ্লোবাল হেভী কেমিকেল	৩.০৫	প্রাথমিক দাবিনামা জারি করা হয়েছে
৯	নিউজিল্যান্ড ডেইরী	০.৪০	চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
১০	এলএম এরিকসন	৪.৬৩	আদায় হয়েছে
১১	ইন্টারস্পীড	০.৪৯	০.৪০ আদায় হয়েছে

যে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	জড়িত রাজস্ব (কোটিতে)	মন্তব্য
১২	এয়ারটেল	২৭০.০০	দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
১৩	সিটিসেল	৩৫.০০	দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
১৪	পিডিবি	৫৭.০০	দাবিনামা জারি করা হয়েছে।
১৫	ডিপিডিসি	৬২	দাবিনামা জারি করা হয়েছে
১৬	গ্রামীনফোন	১৫.৫৩	আদায় হয়েছে।
১৭	বাংলালিংক	৬.৪৬	আদায় হয়েছে।
	মোট	**১০৬৮.০৬**	

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	মামলা সংশ্লিষ্ট দপ্তর	মোট মামলার সংখ্যা	জড়িত রাজস্ব	মন্তব্য
1	কমিশনার (আপীল)	৪	০.২৭	বিচারাধীন
২	আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৪৩	১৭০০.০৩	গ্রামীনফোন ও বাংলালিংকের সুদ বাবদ ৬৮০ কোটি, পিডিবি ৫১০ কোটি, মোবাইল কোম্পানীর রেয়াত ৪২৬ কোটি, অন্যান্য ৮৪.০৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ০৫.০৬.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ট্রাইব্যুনাল সিম রিপ্লেসমেন্ট এর চারটি মামলায় রায় সরকার পক্ষে দিয়েছে; যেখানে জড়িত রাজস্ব ২০৪৮.৯৬ কোটি এবং ৩.৫.২০১৭ খ্রি তারিখে স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার ৪টি মামলার রায় সরকার পক্ষে দিয়েছে; যেখানে জড়িত রাজস্ব ৮৩ কোটি টাকা।
৩	হাইকোর্ট বিভাগ	৬৯১	১৮,০৩৪.৩০	৬৯১টি মামলার মধ্যে ৭৯টি এলআরএডি সংক্রান্ত মামলার রায় আদেশ পাওয়া গেছে। জড়িত রাজস্ব ৪৯৭৬.৭৬ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করার জন্য অডিট শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৪	আপীল বিভাগ	৮	২০০১.৭৬	বিএটিবি-২টি, ১৯২৪ কোটি, বাংলালিংক-১টি, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যাল-১টি ও অন্যান্য ৪টি ।
৫	অন্যান্য মামলা	১৩১	১৭,৭২৪.৩৫	পেট্রোবাংলা ১৫২০১.৪৮, বিটিআরসি ২৪৪ চূড়ান্ত দাবীনামা জারি করা হয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক দাবিনামা

মূসক নিরীক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন

- ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৬০টি শিরোনামে মোট আপত্তির সংখ্যা ৫২৯টি যার বিপরীতে জড়িত রাজস্ব ১১০০৯.৮২ কোটি টাকা।
- উক্ত ৬০টি শিরোনামের মধ্যে ১টি শিরোনামে ২০১০-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে উত্থাপিত আপত্তি ৫৩টি যার বিপরীতে জড়িত রাজস্ব ৬৫৯৮.৩৯ কোটি টাকা (মোট জড়িত রাজস্বের প্রায় ৬০%)।
- ২০১০-১২ অর্থবছরের ১৪২টি আপত্তির মধ্যে ২৯টি আপত্তি ত্রিপক্ষীয় সভায় নিস্পত্তির সুপারিশকৃত। অবশিষ্ট ১১৩টি আপত্তির মধ্যে ৯৬টি আপত্তি যাচাই বাছাই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; ১৭টি মামলা আছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরের ১৩২টি আপত্তির মধ্যে 80টি আপত্তি ত্রিপক্ষীয় সভায় নিস্পত্তির সুপারিশকৃত । অবশিষ্ট ৫2টি আপত্তির মধ্যে ৪৭টি আপত্তি যাচাই বাছাই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; 5টি মামলা আছে।
- বর্তমানে ২০০৭-১০, ২০১০-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের যাচাইযোগ্য আপত্তিসমূহের মধ্যে ১১১টি আপত্তির কার্যপত্র প্রস্তুত করে ত্রিপক্ষীয় সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে আইআরডিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৬ ও ০৭ ডিসেম্বর ত্রিপক্ষীয় সভার তারিখ নির্ধারণ করা হলেও অনিবার্য কারণে সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।
- **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম** : বর্তমানে এ দপ্তর হতে 64টি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা আদেশ দেয়া আছে। ইতোমধ্যে 27 টি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক 27 টি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে যাতে উদঘাটিত রাজস্ব ১৩৫৮.৮৯ কোটি টাকা; যার মধ্যে আদায় ৮.35 কোটি টাকা। বাকী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।

স্থানীয় রাজস্ব ও অডিট অধিদপ্তরের আপত্তি (সন :

ক্রমিক	কার্যক্রম	ফলাফল
01	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ও জড়িত রাজস্ব	৫২৯ টি ; ১১০০9.82 কোটি
02	সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায়কৃত আপত্তির সংখ্যা ও জড়িত রাজস্ব	৪১টি ; 747.৫০ কোটি
03	ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে উপস্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	260টি ; 4494.93 কোটি
04	ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত আপত্তির সংখ্যা ও জড়িত রাজস্ব	১69 টি, 3665.25 কোটি
05	নিষ্পত্তির হার	সংখ্যায়ঃ ৬৪.৬১% রাজস্বে: 81.53%
06	ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা ও জড়িত রাজস্ব	20টি ; ১৪০.৯৮ কোটি
07	যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলমান	২৪০ টি; 6242.82 কোটি

নিরীক্ষা প্রতিবেদন (এলটিইউ কর্তৃক নিরীক্ষিত)

নিরীক্ষার মেয়াদ	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	উদঘাটিত রাজস্বের পরিমাণ (কোটিতে)	নিষ্পত্তিকৃত অডিটের সংখ্যা	আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ
2009-১০	33	54.79	21	16.40
2010-11	48	392.21	26	32.23
2011-12	41	293.75	15	7.88
2012-13	17	43.57	6	2.01
2013-14	15	239.74	-	17.77
2014-15	4	2.08	-	-
2015-16	3	12.98	-	-
2016-17	10	১৯.৫০	-	4.২৮
2017-18	১৭	১৩৩৯.৩৯	-	8.35
	১৮৮	২৩৯৮.০১	68	88.92

প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নিরঙ্কুশ বকেয়া তথ্য

ক্রম·	প্রতিষ্ঠানের নাম	জড়িত রাজস্ব	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	পেট্রোবাংলা	১৩০৩৬.৪৯	চূড়ান্ত দাবিনামা জারি করা হয়েছে
২	তিতাস গ্যাস কো. লি:	১৯৭৩.৩০	ব্যাংক হিসাব জব্দ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	বাখরাবাদ গ্যাস কো. লি:	১৯১.৬৯	ব্যাংক হিসাব জব্দ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	পেট্রোবাংলা	৭৬৫০.০০	চলতি বকেয়া
৫	বিটিআরসি	২৬৯.০০	ব্যাংক হিসাব জব্দ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
মোট		**২৩১২০.৪৮**	

লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আদায় কম হওয়ার কারণ

সিগারেট খাত : সিগারেট খাতে ২০১৬-১৭ অর্থছরের নভেম্বর'১৬ পর্যন্ত সময়ে আদায় হয়েছিল ৬২১৭.৭৩ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে আদায় হয়েছে ৭০৬৪.৮৭ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের আদায়ের তুলনায় বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রার প্রবৃদ্ধি ৩৬.০৪% নির্ধারণ করা হয়েছে। সে হিসাবে সিগারেট খাতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৩৯৩.৭৩ কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে।

মোবাইল খাত : মোবাইল খাতে ২০১৬-১৭ অর্থছরের নভেম্বর'১৬ পর্যন্ত সময়ে আদায় হয়েছিল ১৬৫৩.৫৪ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে আদায় হয়েছে ১৯৯৬.৭২ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের আদায়ের তুলনায় বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ভ্যাট দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রার প্রবৃদ্ধি ৩৬.০৪% নির্ধারণ করা হয়েছে। সে হিসাবে মোবাইল খাতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২৫২.৭৬ কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম গ্যাস খাত : এই খাতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম আদায় হয়েছে ৯৩১.৫৫ কোটি টাকা।

অর্থাৎ এ তিনটি খাতেই রাজস্ব ঘাটতি ২৫৭৮.০৪ কোটি টাকা।

রাজস্ব রিকনসিলেশন

বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর দপ্তরে জুন'১৭ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৩৬,৯৮৩.৫০ কোটি টাকা। অপরদিকে সিজিএ কর্তৃক প্রদর্শিত রাজস্বের পরিমাণ ৩৫,৯৭৬.৮২ কোটি টাকা যা এ দপ্তরের আদায়কৃত রাজস্বের তুলনায় ১০০৬.৬৮ কোটি টাকা কম।

উল্লেখ্য, এ দপ্তর কর্তৃক জুন'১৭ করমেয়াদের প্রদর্শিত রাজস্ব জুলাই'১৭ মাসে জমাকৃত ভ্যাট বাবদ ৫৭৫.৫২ কোটি টাকা ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ ৮২৭.৫১ কোটি টাকা সিজিএ এর Economic Detail Source Report এ অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ দপ্তর কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আদায়কৃত রাজস্বের সাথে সিজিএ কর্তৃক প্রদর্শিত রাজস্বের মধ্যে বাস্তবে কোন পার্থক্য থাকবে না বলে এ দপ্তর মনে করে।

নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এ দপ্তরের সকল ট্রেজারী চালান অনলাইনে যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে। সিজিএ কর্তৃক আইবাস সফ্টওয়্যারের হালনাগাদের কার্যক্রম চলমান। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে সিজিএ হতে তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে নভেম্বর'১৭ মাস পর্যন্ত রাজস্ব রিকনসিলেশন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

কর্মচারীদের পদভিত্তিক হালনাগাদ জনবলের তথ্য

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
01	কম্পিউটার অপারেটর	৩১	১	৩০ টি
02	হিসাব রক্ষক-2	১	০	১ টি
03	উচ্চমান সহকারী	১৯	৯	১০ টি
০৪	ক্যাশিয়ার	১	০	১ টি
০৫	ড্রাইভার	৫	৩	২ টি
06	সিপাই	৩৪	২২	১২ টি
07	ডেসপাচ রাইডার/নোটিশ সার্ভার	২	০	২ টি
08	অফিস সহায়ক	১১	৭	৪ টি
	মোট	১০৪	৪২	৬২ টি

শূন্য পদ পূরণ না হওয়ার কারণ : ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণে এ দপ্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ প্রদান করা যাচ্ছে না। ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য পদগুলো নিয়মিতকরণ বা হালনাগাদ সংরক্ষণ থাকা আবশ্যক। বর্তমানে পদগুলো হালনাগাদ সংরক্ষণ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে যা আইআরডিতে অগ্রায়নপূর্বক এ দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে। পদগুলো হালনাগাদ সংরক্ষণ করার পর শূন্য পদগুলোতে নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হবে।

ধন্যবাদ